প্রতিবেদনের সময়কাল : জুলাই,২০১১-জুন,২০১২

প্রকল্প পরিচিতি :

কর্ম এলাকা : নীলফামারী সদর, ডোমার, ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য : বালিকা ও যুব নারীদের জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসকরণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলিকে শক্তিশালীকরণ এবং লবিং ও এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে বালিকা ও যুব নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- বালিকা ও যুব নারীদের সহিংসতা ও বৈষম্য রোধে সেবা প্রদানকারীরা দায়িত্বশীল হবে
- বালিকা ও যুব নারীদের জন্য আইনী সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা
- বালিকা ও যুব নারীরা তাদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে
- সুবিধাভোগী সংখ্যা : ৫০০০জন বালিকা ও যুবনারী, যার মধ্যে ২৭৮২জন বালিকা ও ২২১৮জন যুব নারী।
- প্রকল্পের কর্মি সংখ্যা : ৭জন (৩জন নারী ও ৪জন পুরুষ)
- প্রধান প্রধান কর্মকান্ড :
- দরিদ্র বালিকা ও যুব নারীদের জীবন-জীবিকায়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- বালিকা ও যুব নারীদের শারীরিক ও মানষিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খেলাধুলা ও কারাটে প্রশিক্ষণ
- বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামুলক লোকগান ও নাট্য প্রর্দশনী
- নির্যাতিত বালিকা ও যুব নারীদের শেল্টার ও আইনগত সহযোগিতা প্রদান
- নির্যাতনকারীকে সামাজিক ও আইনগতভাবে বিচারের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহন।
- জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক তৈরী
- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় এনজিও ও ক্লাবের সথে ইস্যু ভিত্তিক সভা, এ্যাডভোকেসী, মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিকদের সাথে ইস্যু ভিত্তিক মতনিময়, সভা, ওরিয়েন্টশন ও প্রশিক্ষণ
- জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ ভুমিকা পালনকারীদের পুরস্কৃত করা
- প্রত্যাশিত ফলাফল :
- সামাজিক সাং¯কৃতিক পর্যায় :
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্যতা হ্রাস পাবে
- বালিকা ও যুব নারীরা ইস্যুভিত্তিক সম্মেলন করবে
- সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে যা বালিকা ও যুব নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ভূমিকা রাখবে
- ব্যক্তি পর্যায়ে :
- বালিকা ও যুব নারীদের শারীরিক ও মানষিক সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটবে
- বালিকা ও যুব নারীরা তাদের পছন্দমতো পেশা নির্বাচনে সিদ্ধা›ত নিতে পারবে
- উপযোগী ফোরামে বালিকা ও যুব নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পাবে।

- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে:
- সংগঠন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বালিকা ও যুব নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে।
- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত নির্যাতিত বালিকা ও যুব নারীদের সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থা কার্যকরী হবে
- বালিকা ও যুব নারী কেন্দ্রিক বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক গবেষণা
- নীতি নির্ধারণে প্রভাব সৃষ্টি করবে ।
- সুশীল সমাজ পর্যায়
- দু:স্থ ও প্রান্তিক বালিকা ও যুব নারীদের বিভিন্ন ইস্যু উত্থাপনে সুশীল সমাজের সক্ষমতা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজ সম্পৃক্ত হয়ে প্রভাব সৃষ্টি করবে যাতে বালিকা ও যুব নারীদের মতামত গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বালিকা ও যুব নারীদের অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের দায়িত্ব প্রাপ্তদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সুশীল সমাজ স্বক্রিয় অবদান রাখবে।
- বালিকা ও যুব নারীদের বিভিন্ন ইস্যুতে মিডিয়া সংবেদনশীল হবে

পটভ' মি :

নীলফামারী জেলার আইন ও আদালত বিষয়ক তথ্য:

বালিকা ও যুবনারীরা বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।কিন্তু তারা কোন আইনগত সহযোগীতা পাচ্ছে না। এমনকি তারা এর প্রতিকার চেয়ে আদালতের সাহার্য পাচ্ছে না। যদিও ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম্য আদালত আছে কি>ত তা সক্রিয় নয়। এটা দেখা গেছে যে, অনেক অপরাধ যা আদালতে যাওয়ার কথা কিন্তু কমিউনিটির জনগণের অজ্ঞতার কারণে তা শুধুমাত্র লোক দেখানো গ্রাম্য শালিসে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। নীলফামারী জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসের তথ্য অনুযায়ী গত ২০০৪-২০০৯ সালে সামান্য পরিমানে কিছু নারী নির্যাতনের অভিযোগ জেলা আদালতে করা হয়েছে যার মধ্যে বেশীরভাগই ছিল ধর্ষণ, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, শারিরীক নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন।

জেন্ডার বিষয়ক তথ্য:

জেন্ডার অসাম্যতা সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি আলোচিত বিষয়ে পরিণতে হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এটা পরিবার, সংগঠন, কর্মক্ষেত্র, মার্কেটসহ সর্বত্র ঘটছে। বালিকা ও যুবনারীরা যারা ১০ থেকে ২৫বছর বয়সী

তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যাপক। এটি এমন একটি বয়সসীমা যখন মানুষ বেশী সৃজনশীল কাজে লিপ্ত হয়। এই সৃজনশীল কাজের সময়কালটি একজন মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভ’মিকা রাখে।বাস্তবতা হলো যে, বালিকা ও যুব নারীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটা হতাশা ও সম্মানহীনতায় ভোগে। সামাজিক উন্নয়ন এখানে বাঁধাগ্রস্থ হয়।

উাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা হিসেবে নীলফামারী সম্ভবত: আর্থ-সামজিক উন্নয়নে ব্যাপক পিছিয়ে রয়েছে। এখানকার বালিকা ও যুব নারীরা অপুষ্টিতে ভোগে এবং বাল্য বিবাহের শিকার হয় সচেতনতার অভাবে। অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা তাদেও বিবাহিত জীবনের নানামূখী সমস্যায় নিপতিত করে। এমতাবস্থায় এ সমস্ত কমবয়সি মায়েদের শিশুরা জন্ম গ্রহন করে দুর্বলতা ও স্বাস্থ্যহীণতা নিয়ে। যা সংশ্লিষ্ট পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নযনকে বাঁধাগ্রস্থ করে।

যখন বালিকা ও যুবনারীরা তাদের বাড়ির বাহিওে যায় তখন তারা বিভিন্ন শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

এ সমস্ত বিভিন্ন নির্যাতন হ্রাস করার লক্ষ্যে গার্ল পাওয়ার প্রকল্প সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ শুরু করেছ্

প্রতিবেদন সময়কালে এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও অর্জন:

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১	সেলাই প্রশিক্ষণ ও মেশিন প্রদান	১৪টি	১৪টি
২	ইউনিয়ন নির্বাচন	২৯টি	২৯টি
৩	সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও) নির্বাচন	২৩টি	২৩টি
৪	অবহিতকরণ সভা	৪টি	৪টি
৫	সিএসও নেটওয়াক তৈরী	৪টি	৪টি
৬	কমিউনিটি নির্বাচন	১৭৪টি	১৭৪টি
৭	সুবিধাভোগী নির্বাচন	৫০০০ জন	৫০০০ জন

সংস্থার উদ্দেশ্য: ১৪জন নারী সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন গ্রহন করে তাদেও আয বর্দ্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহন করছে। যার ফলে একদিকে যেমন তার পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব মতামত প্রদান করছে। যা সংস্থার খাদ্যেও সার্বভৌমত্ব ও নারীর উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা -তে অবদান রাখছে।

অর্জন :

- ১৪ জন কিশোরী ও বালিকা শেলাই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নিজেদেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ।
- ২৩ টি সিএসও’র ৪০ জন সিএসও সদস্য দক্ষ সহায়ক হিসাবে ১৬ টি জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন পরিচালনা করছেন।

- বাল্য বিবাহ রোধে ২৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ১২টি ইউনিয়নে কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মাধ্যমে ৩টি বাল্য বিবাহ রোধ হয়েছে।
- সিএসও এর নিজ কার্যালয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে (গোলনা)
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ২টি সিএসও (মীরগঞ্জও গোলনা) ৪ কিঃমিঃ রাস্তায় ফলজ বনজ ও ঔষধীর চারা রোপন করেছে।
- জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত সাংবাদিকদের নিয়ে ঝবহংরঃধরুধঃরড়হ ডড়ৎশংযড়ঢ় করার ফলে বল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতনের বিভিন্ন খবর মিডিয়া কভারেজ পাচ্ছে।
- উন্নয়নযোগ্য দিক :
- সিএসওদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক প্রশিক্ষন দরকার
- সিএসওর মাসিক মিটিং নিয়মিত করা এবং পরিকল্পনা তৈরী ও বিভিন্ন নথীপত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষন করা (নীতিমালা, পরিকল্পনা, রেজুলেশন ও পরিদর্শন খাতা ইত্যাদি)
- সিএসও গুলোর বিনা মূল্যে সেবা প্রদান মানসিকতা তৈরী করা
- চ্যালেঞ্জসমূহ :
- একটি উপজেলায় একজন কর্মী থাকায় সিএসও, উপজেলা প্রশাসন ও ফোরামগুলোতে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারা।
- ইউনিয়নভিত্তিক বালিকা ও যুবনারী ফোরামে যাতায়াত ভাড়া না থাকায় তারা মিটিংএ উপস্থিত থাকতে অনীহা প্রকাশ করে।
- চ্যালেঞ্জ উত্তরণের কৌশল :
- বেশী বেশী করে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করা যাতে করে এলাকার সকলে বুঝতে পারে যে এ কাজগুলো মূলত: সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই বালিকা ও যুব নারীদেও প্রতি লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস করা সম্ভব। বিশেষ করে সিএসও।
- প্রকল্পের বাজেট, খরচের খাত এবং কার কী দায়িত্ব সে বাপারে সচেতনতা সুষ্টির লক্ষে সম্পর্কোন্নয়ন বৃদ্ধি করা।
- প্রত্যেক কার্যক্রমের বাজেট ব্রেকডাউন পোস্টার পেপারে লিখে টাঙ্গিয়ে দেয়া।
- সুপারিশ :
- সিএসও, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন, মিডিয়া ব্যক্তি ও কমিউনিটিকে বালিকা ও যুব নারীর প্রতি সংবেদনশীল এবং আইনী সহায়তার মাধ্যমে নারী নির্যাতনকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে জেহার ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস পাবে।

কেস স্টাডি: ডোমারে গার্ল পাওয়ার বদলে দিল মাহফুজার জীবন।

নীলফামারী জেলাধীন ডোমার উপজেলার ৭নং বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের পশ্চিম বোড়াগাড়ী (চান্দিনা পাড়া) গ্রামের পিতা- মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মাতা- মোছাঃ শরিফা বেগমের কিশোরী কন্যা মোছাঃ মাহফুজা আক্তার ২০১০ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে পাশের গ্রাম ছাগলটারীর মৃত তাইজুল ইসলামের ছেলে মোঃ ওবায়দুর রহমানের সাথে বিয়ে হয় । বিয়ের পর দিন ভালই কাটছিল তার। কিন্তু বিয়ের বছর খানেক পর তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার কালো ছায়া। স্বামী যৌতুক হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। বিষয়টি মাহফুজা তার বাবাকে জানালে এত টাকা তার বাবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিলো না। আর ঐ যৌতুকের টাকা না পাওয়ায় স্বামী তালাক দেয় মাহফুজাকে। তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত লেখা-পড়া শেখা মেয়েটি স্থানীয় সংগঠন আশার আলো যুব মহিলা সমিতির মাধ্যমে তিন মাস মেয়াদে দর্জি প্রশিক্ষন গ্রহন করে কিন্তু একটি সেলাই মেশিন কিনে দেওয়ার মত সামর্থ্য তার বাবার ছিল না। ঠিক সেই সময় উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) ও প্ল্যান বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গার্ল পাওয়ার প্রজেক্ট তার জীবনে আশার আলোয় দেখায়। গত ২২-২৩ মার্চ, ২০১২ তারিখে গার্ল পাওয়ার প্রকল্পের পক্ষ থেকে স্থানীয় আশার আলো যুব মহিলা সমতির আয়োজনে ২দিন ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে মাহফুজা সহ মোট ৫জন অংশগ্রহন করে। প্রশিক্ষণ শেষে তাকে একটি সেলাই মেশিন বিনাশর্তে প্রদান করা হয়। সেই মেশিনের দ্বারা সে বর্তমানে এলাকার বিভিন্ন বয়সের কিশোরী ও যুব নারীদের আধুনিক ডিজাইনের পোশাক প্রস্তুত করে মাসিক ১২০০ থেকে ১৫০০টাকা পর্যন্ত আয় করে তার ও তার পরিবারকে সহায়তা করছে। ভবিষ্যতে সে তার এলাকায় একজন সফল উদ্দ্যোগী নারী হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়।

বালিকা ও যুবা নারীদের ফোরাম গঠন মিটিং

তারিখ:০৭/০৮/২০১

স্থান : ডাউয়াবাড়ী প্ল্যান ইউনিয়ন অফিস

মোট অংশগ্রহনকারী : ৪১ জন ,(বালিকা= ২৫ জন, যুবা নারী = ১৬ জন)

প্রকল্পের নাম : গার্ল পাওয়ার প্রজেক্ট

০৭/০৮/২০১২ ইং তারিখে ডাউয়াবাড়ী প্ল্যান ইউনিয়ন অফিসে বাল্যবিবাহ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস করার উদ্দেশ্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বালিকা ও যুবা নারীদের ফোরাম গঠন করা হয়। উক্ত ফোরামের আলোচ্য বিষয় সমূহ ছিল গার্ল পাওয়ার প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ফোরামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ,পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক সভার তারিখ নির্ধারন করা হয় এবং ভোটের মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এবং তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে তাদের এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ রোধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। তারই প্রেক্ষিতে উক্ত ইউনিয়নে শিশু সুরক্ষা কমিটির ত্রৈ-মাসিক মিটিং এ অংশ গ্রহন করেন। বালিকা এবং যুব নারীরা মিটিং এ গার্ল পাওয়ার প্রজেক্টের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এবং তারা প্রতিশুতি দেন যে আগামী তিন মাসের মধ্যে ডাউয়াবাড়ী ইউনিয়নকে বাল্য বিবাহ মুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষনা দিবেন। এর জন্য যত রকমের সচেতনতা, এ্যাডভোকেসী ও লিংকেজ করা প্রয়োজন তা করবেন। উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাদের সাথে প্রতিশুতি বদ্ধ হয়।